48983 - দুই ঈদরে নামাযরে হুকুম

প্রশ্ন

দুই ঈদরে নামাযরে হুকুম কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

দুই ঈদরে নামাযরে হুকুম প্রসঙ্গে আলমেদরে তনিটি অভমিত রয়ছে। যথা:

প্রথম মত: ঈদরে নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি ইমাম মালকে ও ইমাম শাফয়েী মাযহাবরে অভমিত।

দ্বতিীয় মত: ঈদরে নামায ফরযে কফোয়া। এটি ইমাম আহমদ রাহমিাহুল্লাহুর মাযহাব।

তৃতীয় মত: ঈদরে নামায প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি। সুতরাং প্রত্যকে পুরুষরে উপর এটি ওয়াজবি। ওজর ছাড়া কউে তা ছড়েে দলিে পাপী হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা রাহমিাহুল্লাহুর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ থকেওে একটি বর্ণনা। এই মতাবলম্বীদরে মধ্যে রয়ছেনে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা এবং শাওকানী রাহমিাহুমাল্লাহ।

দখেুন: আল-মাজমূ (৫/৫), আল-মুগনী (৩/২৫৩), আল-ইনসাফ (৫/৩১৬), আল-ইখতয়িারাত (পৃ. ৮২)।

তৃতীয় মতাবলম্বীরা কয়কেটি দলীল দয়িছেনে; যথা:

১- আল্লাহর বাণী: “সুতরাং তুমি তোমার রবরে জন্য নামায পড়ো এবং কুরবানী করো।”(সূরা কাওসার: ২)

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলনে: “এই আয়াতরে তাফসীররে ব্যাপারে মশহুর অভমিত হলো এর দ্বারা উদ্দশ্যে ঈদরে নামায।”[সমাপ্ত]

কছিু আলমে মনে করনে এই আয়াতটরি উদ্দশ্যে হচ্ছে সাধারণভাবে যে কোনো নামায। এর দ্বারা বশিষেভাবে ঈদরে নামায উদ্দশ্যে নয়। সুতরাং আয়াতটরি মর্ম হলো: এককভাবে শুধু আল্লাহর জন্য নামায পড়া ও জবাই করা। তাই এটি আল্লাহর ঐ বাণীর মত হবে: “বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টকিুলরে রব আল্লাহরই জন্য।”(সূরা আন‘আম: ১৬২)

আয়াতটরি এ অর্থ গ্রহণ করছেনে ইবনে জারীর (১২/৭২৪) ও ইবনে কাসীর (৮/৫০২)।

সুতরাং এই আয়াতে ঈদরে নামায ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নইে।

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদরে নামাযরে জন্য বরে হওয়ার নর্দিশে দয়িছেনে। এমনকি নারীদরেকওে এ নামাযরে উদ্দশেে বরে হওয়ার আদশে প্রদান করছেনে।

বুখারী (৩২৪) ও মুসলমি (৮৯০) বর্ণনা করনে: উম্মু আতয়িযা রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে নর্দিশে দনে আমরা যনে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আদ্বহাতে নবযৌবনা, ঋতুমতী ও অন্তঃপুরবাসনিী (কুমারী) ময়েদেরেকওে উপস্থতি করাই। তবে ঋতুমতী নারীরা যনে নামাযরে স্থান থকেে দূরে থাক। তবে তারা যনে পুণ্যরে কাজে এবং মুসলমিদরে দোয়ায় অংশগ্রহণ কর।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদরে কারো হয়তো তো জলিবাব থাকে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "তার (মুসলমি) বোন যনে তাকে নজিরে জলিবাব পরয়িে দয়ে (অর্থাৎ ধার দয়ে)।"

এই হাদীসটি দয়িে ঈদরে নামায ওয়াজবি হওয়ার ব্যাপারে দলীল দওেয়া পূর্বরে আয়াতটি দয়িে দলীল দওেয়ার তুলনায় শক্তশিালী।

শাইখ ইবনে উছাইমীন 'মাজমুউল ফাতাওয়া'-তে (১৬/২১৪) বলনে:

"আমি মনে করি ঈদরে নামায ফরযে আইন (প্রত্যকেরে উপর ফরয)। পুরুষদরে জন্য এ নামায ত্যাগ করা জায়যে নইে। বরং এ নামাযে উপস্থতি হওয়া তাদরে উপর আবশ্যক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাযে উপস্থতি হওয়ার নর্দিশে দয়িছেনে। বরং তনিি নবযৌবনা ও কুমারী ময়েদেরেকওে ঈদরে নামাযে যাওয়ার নর্দিশে দয়িছেনে। শুধু তাই নয় তনিি হায়যেগ্রস্ত নারীদরেকওে ঈদরে নামাযে যাওয়ার নর্দিশে দয়িছেনে। কন্তিু তারা নামাযরে স্থান থকেে দূরে থাকবে। এর থকেে ঈদরে নামাযরে গুরুত্ব বোঝা যায়।"

তনিি আরো (১৬/২১৭) বলনে: "আমার কাছে দলীলগুলো থকেে যে মতটি প্রাধান্য পায় তা হলো এটি ফরযে আইন। প্রত্যকে পুরুষরে জন্য ঈদরে নামাযে উপস্থতি আবশ্যক, কবেল যাদরে ওজর আছে তারা ছাড়া।"

শাইখ ইবনে বায 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (৭/১৩)-তে ঈদরে নামায ফরযে আইন মনে করার মতটরি ব্যাপারে বলনে: "এই মতটি দলীলরে দকি থকেে সর্বাধকি স্পষ্ট এবং সঠকি হওয়ার অধকি নকিটবর্তী।"[সমাপ্ত]